সংবাদ

তারিখ ... ২৬.৫.৮৫ ...

উচ্চ শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ

।। আবুল কাসেম ।।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ; এম, কম ও এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মহীন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে সোনালী ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে ৩০টি খাতে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ এম,এ,এম;এস,সি ও এম,কম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উক্ত ৩০টি খাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য ঋণ দেয়া হবে। সাধারণতঃ ৩ বছরের জন্য শতকরা ১২ ভাগ সুদে ঋণ প্রদান করা হবে। তবে এ ঋণ যদি ২ বছরের মধ্যে শোধ করা হয়, তাহলে শতকরা একভাগ সুদ রেয়াত প্রদান করা হবে। প্রতি চারজনকে নিয়ে

(৭ম পাতায় দেখুন)

কর্মসংস্থানের জন্যে ব্যাংক ঋণ

(১ম পাতার পর)

এক একটি গ্রুপ গঠন করে এ ঋণ দেয়া হবে। গ্রুপভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণের টাকা গ্রুপভিত্তিতেই দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে শোধ করতে হবে।

যেসব খাতে ঋণ প্রদান করা হবে তার মধ্যে মৎস্য চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবাদি পশু-পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, তাঁত-শিল্প, দর্জি ব্যবসা, ঘানি শিল্প প্রতিষ্ঠা, গুঁড়া মসলা প্রস্তুতকরণ, হস্তশিল্প ও সূচীকর্ম, ওয়ার্কশপ, ধান ও গম ভাঙ্গার মিল স্থাপন, রশি প্রস্তুতকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয়, রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠা, শপিং সেন্টার স্থাপন, পরিবহণ ব্যবসা, ক্লিনিক স্থাপন, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন, পোশাক প্রস্তুতের কারখানা, ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানা, ফটো ষ্টুডিও স্থাপন প্রভৃতি রয়েছে।

ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ৫টি গ্রুপের ২০ জন ছাত্রকে ৫টি মিনিবাস প্রদান করা হয়েছে। তাদের সকলকে বি.আর.টি.সি'র জয়দেবপুরস্থ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ৩ মাস ধরে বাস ও মোটর চালানো শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উক্ত ইনিষ্টিটিউটে ৮টি গ্রুপের আরো ৩২জন এম, এ পাস ছাত্রকে শিগগিরই বাস ও মোটর চালানো শিক্ষা দেয়া হবে।

৩২ আসনবিশিষ্ট একটা মিনিবাসের দাম ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা পড়েছে। প্রত্যেকটি মিনি-বাস চালিয়ে দৈনিক ৮শ' থেকে ৯শ' টাকা লাভ হবে। প্রতিটি গ্রুপকে দৈনিক ৫শ' টাকা ব্যাংকে শোধ করতে হবে। দৈনিক ১শ' টাকা করে তাদেরকে ব্যাংকে সঞ্চয় খাতে রাখতে হবে। এর ওপরে যা তাদের আয় হবে, তা তারা ভাগ করে নেবে। মাসে তাদের প্রত্যেকের ৩ হাজার টাকা করে আয় হবে বলে হিসেব করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব লুৎফর রহমান সরকার বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ঋণ প্রদানের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ঋণ প্রদান শুরু করা হবে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ঋণ বিতরণের জন্য সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নগদ অর্থে ঋণ না দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তাদেরকে স্কুল খোলার জন্য ঋণ দেয়া হবে। এ সব স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। স্কুলের আয় থেকে ঋণের টাকা শোধ করতে হবে। এ ছাড়া ব্যবসায় ভিত্তিতে ফটো কপি মেশিন, সেলাই কেন্দ্র, ফটো ষ্টুডিও প্রভৃতি স্থাপনের জন্যও তাদেরকে ঋণ দেয়া হবে।

চাকরিহীন ডাক্তাররা ১০জন করে গ্রুপ গঠন করে মেডিক্যাল ক্লিনিক স্থাপনের জন্য ঋণ চাইলে ব্যাংক তাদের ঋণ প্রদান করবে। প্রতিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য ১০ লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে বলে হিসেব ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে ডেন্টাল ক্লিনিক স্থাপনের জন্যও ঋণ দেয়া হবে।

ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ইলেকট্রিক ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ স্থাপনের জন্যও ঋণ দেয়া হবে। এ সব ওয়ার্কশপে খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরী করা হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মিনিবাস ও অন্যান্য যানবাহনের মেরামত করা হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ গ্র্যাজুয়েটদের কৃষি খামার ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী করার ওয়ার্কশপ স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে।

টাইপিং, ফটোগ্রাফি, একাউ-ন্টেন্সী এবং সেক্রেটারিয়েল পদ্ধতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে।

পূর্বতন প্রতিটি জেলা সদরে ৪টি, পূর্বতন প্রতিটি মহকুমা সদরে ২টি এবং পূর্বতন প্রতিটি থানা সদরে একটি করে পুস্তক বিক্রির লাই-ব্রেরী স্থাপনের জন্যও ঋণ প্রদান করা হবে। এ হিসেবে সারাদেশে ৬শ' ৬০টি পুস্তক বিক্রির দোকান খোলার জন্য ঋণ দেয়া হবে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র প্রত্যেক দোকানের জন্য প্রথম দফায় ৫ হাজার টাকার বই প্রদান করবে। এ ব্যাপারে সোনালী ব্যাংক ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র প্রকাশকদের থেকে বই ক্রয় করে উক্ত বইয়ের দোকান-সমূহের মালিকদের সরবরাহ করবে।

ব্যাংক গ্র্যাজুয়েটদের কর্ম-সংস্থানের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করেনি। এইচ, এস, সি এবং এস,এস,সি পাস বেকার যুবকদের জন্যও ঋণের ব্যবস্থা করেনি।